প্রবন্ধাবলি, খণ্ড : ১০, জুলাই ২০১৮, ৬৯:৮০

একবিংশ শতাব্দীতে চীন-জাপান সম্পর্ক এবং তাদের পারস্পরিক অর্থনৈতিক অংশিদারিত্ব : একটি পর্যালোচনা

মো. সাজজাদ হোসেন[১]
চশমে আরা[২]

সারসংক্ষেপ
একবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকের শুরুতে চীন-জাপান সম্পর্কে এক নতুন দিগন্তের সূচনা পরিলক্ষিত হচ্ছে। এই গবেষণাধর্মী নিবন্ধটিতে গুণাত্মক গবেষণা পদ্ধতি ব্যবহার করে সমসাময়িক চীন-জাপান সম্পর্কের উপর একটি পর্যালোচনামূলক বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা হয়েছে। নিবন্ধটি রচনার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় গবেষণার জন্য বিভিন্ন উৎস থেকে চীন-জাপান সম্পর্ক সংশ্লিষ্ট মাধ্যমিক তথ্য-উপাত্ত (সেকেন্ডারি ডাটা) ব্যবহার করা হয়েছে। এই নিবন্ধের তাত্ত্বিক কাঠামো স্বরূপ আন্তর্জাতিক সম্পর্কের উদারতাবাদ তত্ত্ব ব্যবহার করা হয়েছে। নিবন্ধের শুরুতে চীন-জাপান সম্পর্কের বিদ্বেষপূর্ণ ঐতিহাসিক পটভূমি তুলে ধরা হয়েছে। তারপর, একবিংশ শতাব্দীর প্রথম দুই দশক ধরে চলমান চীন-জাপান সম্পর্কের প্রেক্ষিত বর্ণিত হয়েছে। নিবন্ধের শেষভাগে, চীন ও জাপানের অর্থনৈতিক সহযোগিতা এবং পারস্পরিক বাণিজ্য সম্পর্ক কীভাবে এই দুইটি দেশের ঐতিহাসিক রাজনৈতিক বিদ্বেষ প্রশমনে ভূমিকা পালন করে তা উপস্থাপন করা হয়েছে। এই গবেষণায় প্রতীয়মান হয়েছে যে, চীন ও জাপান আন্তর্জাতিক সম্পর্কের উদারতাবাদ তত্ত্ব অনুসরণ করে গত দুই দশকে পারস্পরিক অর্থনৈতিক সহযোগিতাকে কাজে লাগিয়ে ঐতিহাসিক রাজনৈতিক বিদ্বেষকে প্রশমিত করতে সক্ষম হয়েছে। ফলে, বলা যায়, চীন ও জাপান উভয় দেশ অনুধাবন করেছে যে, একবিংশ শতাব্দীতে স্থিতিশীল চীন-জাপান দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ হচ্ছে পারস্পরিক অর্থনৈতিক সহযোগিতা। এই উপলব্ধি চীন-জাপান সম্পর্কে এক নতুন দিগন্তের সূচনা করেছে।

মূল শব্দ : চীন, জাপান, অর্থনৈতিক অংশিদারিত্ব।

ভূমিকা

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে চীন-জাপান সম্পর্ক আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ (Moore, ২০১০)। কারণ পূর্ব এশিয়া ও বিশ্বব্যাপী সামগ্রিক শান্তি, নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখার ক্ষেত্রে চীন ও জাপানের অনস্বীকার্য ভূমিকা রয়েছে। ভৌগোলিকভাবে পূর্ব এশিয়ার দুটি নিকট

[১]সহযোগী অধ্যাপক, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ইমেইল : sazzad.ir@du.ac.bd
[২]চীনা ভাষা (Level HSK II) পরীক্ষার্থী, কনফুসিয়াস ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রতিবেশী দেশ চীন ও জাপান। এই দুটি প্রতিবেশী দেশের সম্পর্ক হাজার বছরের পুরনো। দুটি দেশ ঐতিহাসিকভাবে পরস্পরের রাজনীতি, সংস্কৃতি এবং অর্থনীতিতে সুগভীর প্রভাব বিস্তার করেছে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে, একবিংশ শতাব্দীতে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে চীন-জাপান সম্পর্কের অধ্যয়ন বহুবিধ কারণে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে (Smith, ২০০৯)। প্রথমত, বিশ্বযুদ্ধের ইতিহাস থেকে জানা যায়, পূর্ব এশিয়া এবং প্রশান্ত-মহাসাগরীয় এলাকা ঐতিহাসিকভাবে বিশ্বযুদ্ধের অন্যতম রণাঙ্গনে পরিণত হয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ, উল্লেখ করা যায়, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে মানব ইতিহাসের সবচেয়ে বিধ্বংসী মারণাস্ত্র পরমাণবিক বোমা হামলা চালানো হয়েছিল। সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ বিশ্বযুদ্ধের (তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ) বিবেচনায় পূর্ব এশিয়ায় চীন-জাপান স্থিতিশীল সম্পর্ক গুরুত্বপূর্ণ দ্বিতীয়ত, চীন ও জাপান যথাক্রমে পৃথিবীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ। সংগত কারণে বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও টেকসই স্থিতিশীলতার জন্য চীন-জাপান সম্পর্কের প্রভাব অপরিসীম। তৃতীয়ত, চীন ও জাপানের সম্মিলিত জনসংখ্যা পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার প্রায় এক-চতুর্থাংশ। ফলে মানবজাতির সমৃদ্ধি, শান্তি, প্রগতি ও নিরাপত্তার জন্য চীন-জাপান সম্পর্কের ভূমিকা অপরিমেয়. চতুর্থত, অতি শিল্পায়ন ও বিশ্ব উষ্ণায়নের জন্য দায়ী রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে রয়েছে চীন ও জাপান। এই দুটি দেশ দ্রুত অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন করতে অতি শিল্পায়নের মাধ্যমে প্রচুর কার্বন নিঃসরণ করছে এবং বিশ্ব উষ্ণায়নকে ত্বরান্বিত করছে। কাজেই, মানবজাতির জন্য পরিবেশবান্ধব অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি অর্জন করতে চীন ও জাপানের দায়িত্ব ও ভূমিকা অসাধারণ তাৎপর্যপূর্ণ। সর্বোপরি, পূর্ব এশিয়া এবং সমগ্র পৃথিবীর উন্নয়ন, শান্তি, নিরাপত্তা এবং সুদূরপ্রসারী স্থিতিশীলতার জন্য চীন-জাপান সম্পর্ক একবিংশ শতাব্দীতে কোন দিকে মোড় নিচ্ছে তার অধ্যয়ন ও অনুধাবন গুরুত্বপূর্ণ।

চীন ও জাপানের মধ্যে ঐতিহাসিকভাবে রাজনৈতিক বিদ্বেষ চলমান। ১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে পরবর্তী এক শত বছর ব্যাপী সময়কে চীনের ইতিহাসে *অপমান-পূর্ণ-শতাব্দী* বলে অভিহিত করা হয় (Cheow,২০০৬)। কারণ ঐ সময়কালে জাপানসহ পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো চীনে ঔপনিবেশিক দখলদারি, নৃশংসতা ও লুটতরাজ চালায় এবং নানাভাবে চীনকে অপমান করে ও পদাবনত করে রাখে। চীনের অনেক নাগরিক বিশ্বাস করেন যে অপমান-পূর্ণ-শতাব্দীতে জাপান কর্তৃক চীনের জনগণ সবচেয়ে বেশি নির্যাতন ও আগ্রাসনের শিকার হয়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপান শেষ পর্যন্ত পরাজিত হলে চীনে জাপানী দখলদারিত্বের অবসান ঘটে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী ১৯৬০ এর দশকে এবং ১৯৬০ এর দশকে চীন-জাপান আনুষ্ঠানিক সম্পর্ক কার্যত অনুপস্থিত ছিল।

ভিয়েতনাম যুদ্ধ (১৯৫৪-১৯৭৫) পরিস্থিতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে চীন-জাপান সম্পর্ক আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু করতে উদ্যোগ নিতে বাধ্য করে। এর ফলশ্রুতিতে ১৯৭০ এর দশকের শুরুতে চীন ও জাপানের নেতৃবৃন্দ দুটি প্রতিবেশী দেশের মধ্যে যোগাযোগ ও সহযোগিতার সূচনা করেন। একবিংশ শতাব্দীতে, একদিকে জাপান উপলব্ধি করেছে যে, চীন ইতিমধ্যে অতুলনীয় সমৃদ্ধি, অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও সামরিক সামর্থ্য অর্জন করেছে (Cheow, ২০০৬)। অন্যদিকে, একবিংশ শতাব্দীতে এসে চীন একটি নতুন ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে জাপানের সাথে সহযোগিতামূলক ও অংশিদারীত্বভিত্তিক সম্পর্ক বজায় রেখেছে (Gries, ২০১১)। পাশাপাশি, ঠান্ডা লড়াইয়ের (Cold War) সমাপ্তির ফলে বিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে (১৯৯০ এর দশকে) পূর্ব এশিয়া, এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় বলয় এবং সামগ্রিক আন্তর্জাতিক সম্পর্কে ব্যাপক পরিবর্তন সংঘটিত হয়েছে। এতে বিশ্বায়ন ত্বরান্বিত হয়েছে এবং পৃথিবীব্যাপী দেশগুলো মধ্যে সহযোগিতা ও অংশিদারীত্বমূলক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি পেয়েছে। এরই

ধারাবাহিকতায় ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ২০২০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘ তিন দশক ধরে চীন ও জাপানের মধ্যে অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব অব্যাহতভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

চীন ও জাপান পরস্পরের প্রতি কতটা সহনশীল দৃষ্টিভঙ্গি লালন করে তার উপর দুটি দেশের ভবিষ্যৎ সমৃদ্ধি এবং আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা অনেকাংশে নির্ভর করছে (Farquhar, ২০১৫)। সাম্প্রতিক চীন-জাপান সম্পর্কের ইতিবাচক দিক হচ্ছে এই যে, দুটি দেশের মধ্যেকার বর্তমান অর্থনৈতিক অংশিদারিত্ব তাদের মধ্যে কয়েক শতাব্দীব্যাপী চলমান রাজনৈতিক তিক্ততা প্রশমন করতে পেরেছে। সংগত কারণে, বলা যায় যে, একবিংশ শতাব্দীতে চীন ও জাপানের মধ্যে টেকসই অর্থনৈতিক অংশিদারিত্ব সুস্পষ্টভাবে প্রাধান্য পাচ্ছে এবং দুটি দেশের ঐতিহাসিক রাজনৈতিক বিদ্বেষ ক্রমশ নির্বাপিত হচ্ছে (Economy, ২০১৮)। আশা করা যায়, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের উদারতাবাদ নীতি অনুসরণ করে চীন ও জাপান একবিংশ শতাব্দীতে দুটি দেশের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটি অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।

তাত্ত্বিক কাঠামো : উদারতাবাদ তত্ত্ব

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক অধ্যয়নে অত্যন্ত প্রভাবশালী একটি তত্ত্ব হচ্ছে উদারতাবাদ তত্ত্ব (Liberalism)। তাত্ত্বিকভাবে বিশ্বরাজনীতিতে ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কে সহযোগিতাভিত্তিক উদার দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের প্রেরণা যোগায় উদারতাবাদ তত্ত্ব। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মধ্যে নানারকম সহযোগিতা বৃদ্ধির মাধ্যমে পরস্পর লাভবান হওয়ার প্রচেষ্টাকে গুরুত্ব দেওয়া হয় উদারতাবাদ তত্ত্বে। উদারতাবাদ তত্ত্বের ধারক ও সমর্থকরা বিশ্বাস করেন যে, উদারতাবাদ তত্ত্ব আন্তর্জাতিক সম্পর্কে বিভিন্ন দেশের মধ্যে বৈদেশিক সম্পর্ক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা পালনে সক্ষম (Oliviera, ২০০৭)। কারণ উদারতাবাদ অনুসরণ করলে দুটি দেশের প্রত্যেকটি লাভবান হয় (Win-Win Situation)। তাছাড়া উদারতাবাদ তত্ত্ব দুটি দেশের মধ্যে নির্দিষ্ট কোন বিষয়ে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ক্ষেত্রে কোন একটি দেশের নিরংকুশ লাভ অথবা নিরংকুশ ক্ষতি (Zero-sum Situation) সমর্থন করে না (Reus-Smit, ২০০৮)।

একবিংশ শতাব্দীতে এসে চীন ও জাপান পরস্পরের প্রতি বৈদেশিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে উদারনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছে বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। তাই সমসাময়িক চীন-জাপান সম্পর্কের গতি-প্রকৃতি অধ্যয়নের জন্য উদারতাবাদ তত্ত্বকে ব্যবহার করে তাত্ত্বিক কাঠামো বিন্যাস করা হয়েছে এই নিবন্ধে। উদারতাবাদ তত্ত্বে মনে করা হয় যে, অব্যাহত অর্থনৈতিক অংশিদারিত্ব ও সহযোগিতা বিভিন্ন দেশের সম্পর্ক উন্নয়নে একটি নির্ভরযোগ্য উপায় হতে পারে। কেননা যখন দুটি দেশ পারস্পরিক বৈদেশিক বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক অংশিদারিত্বের মধ্যে থাকে তখন তাদের মধ্যে যুদ্ধ-সংঘাতের সম্ভাবনা কমে যায় ও রাজনৈতিক বিদ্বেষ প্রশমিত হয় (Mingst, ১৯৯৯)। তাছাড়া গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনা বিভিন্ন দেশের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধিতে অবদান রাখতে পারে বলেও উদারতাবাদ তত্ত্বে বিশ্বাস করা হয়। জাপানে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে পশ্চিমা ধাঁচের গণতন্ত্র বিরাজমান; অন্যদিকে, চীন দাবি করে যে চীনে তাদের স্বকীয় চীনা-ধাঁচের গণতান্ত্রিক কাঠামো প্রচলিত। উপর্যুক্ত কারণে চীন-জাপান সম্পর্ক অধ্যয়ন ও বিশ্লেষণের জন্য উদারতাবাদ তত্ত্ব অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক বলে প্রতীয়মান হয়।

বর্তমান পৃথিবীতে অর্থনৈতিক প্রপঞ্চসমূহের ভূমিকা খুব তাৎপর্যপূর্ণ। এখন পৃথিবীর কোন দেশই নিজের অর্থনৈতিক অগ্রগতিকে বাধাগ্রস্ত হতে দিতে চায় না। ফলে বৈদেশিক সম্পর্ক ব্যবস্থাপনার জন্য বিভিন্ন দেশ প্রয়োজনে উদারনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োগ করে। দেশগুলো তখন নিজ নিজ জাতীয়

স্বার্থের নিরিখে পররাষ্ট্র বিষয়ক যৌক্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে উদারতাবাদ তত্ত্বের কাঠামো অনুসরণ করে। ফলস্বরূপ, বৃহত্তর পরিসরে বিভিন্ন দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব ঐ দেশ গুলোর মধ্যে দীর্ঘমেয়াদে পারস্পরিক আস্থা ও নিরাপত্তাবোধ বৃদ্ধি করে (Leoveahu, ২০১৩)।

প্রতিযোগিতাপরায়ণ প্রতিবেশী দেশগুলো বিভিন্ন সহযোগিতামূলক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে যত বেশি পারস্পরিক অংশিদারিত্বে যুক্ত হবে, তাদের মধ্যে তত বেশি শান্তি, সম্প্রীতি, সৌহার্দ্য ও আস্থার পরিবেশ বিরাজ করবে। শান্তিপূর্ণ চীন-জাপান সম্পর্কের জন্য অন্যতম আবশ্যকীয় অনুঘটক হচ্ছে পারস্পরিক অর্থনৈতিক অংশিদারিত্ব (Khoo, ২০১৪)। প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখ্য যে, চীন ও জাপান উভয় দেশ দৃঢ়ভাবে অনুধাবন করেছে যে পারস্পরিক সহযোগিতা তাদের উভয় দেশের জন্য সমৃদ্ধিশীল ভবিষ্যৎ বিনির্মাণে ভূমিকা পালনে সক্ষম (Chung, ২০১২)। এসব কারণে, যৌক্তিকভাবেই চীন ও জাপান উদারতাবাদ তত্ত্ব অনুসরণ করে পরস্পরের প্রতি সহযোগিতা-ভিত্তিক ইতিবাচক আচরণ করছে। তাই একবিংশ শতাব্দীতে সমসাময়িক চীন-জাপান সম্পর্ক ও দেশ দুটির মধ্যেকার অর্থনৈতিক অংশিদারিত্ব সম্পর্কে অধ্যয়ন ও বিশ্লেষণের জন্য উদারতাবাদ তত্ত্ব অত্যন্ত উপযুক্ত।

গবেষণা প্রক্রিয়া

এই প্রবন্ধের গবেষণা প্রক্রিয়ায় গুণাত্মক গবেষণা পদ্ধতি (Qualitative Research) ব্যবহার করা হয়েছে। চীন-জাপান সম্পর্ক বিষয়ক বিভিন্ন বই, সাময়িকী, গবেষণা পত্র, নিবন্ধ, প্রবন্ধ ইত্যাদি হতে দ্বৈতীয়িক তথ্য-উপাত্ত (Secondary Data) সংগ্রহ করা হয়েছে। ঐসব তথ্য-উপত্তি সন্নিবেশ করে চীন-জাপান সম্পর্ক নিয়ে একটি পর্যালোচনামূলক বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এই প্রবন্ধের সূচনায় প্রাসঙ্গিকভাবে চীন-জাপান সম্পর্কের পটভূমি বিবৃত হয়েছে। এরপর একবিংশ শতাব্দীতে চলমান চীন-জাপান সম্পর্কের ক্ষেত্রে দুটি দেশের পারস্পরিক অর্থনৈতিক অংশিদারিত্বের স্বরূপ বর্ণনা করা হয়েছে। পরিশেষে, সর্বসাম্প্রতিক চীন-জাপান সম্পর্কের পর্যালোচনামূলক বিশ্লেষণ উপস্থাপিত হয়েছে।

গুণাত্মক গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণ করে বিভিন্ন উৎস থেকে এই গবেষণামূলক নিবন্ধের জন্য প্রাসঙ্গিক ম্যধমিক তথ্য-উপাত্ত গ্রহণ করা হয়েছে। যেসব বই, গবেষণা, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, সাময়িকী ও অন্যান্য উৎস হতে তথ্য-উপাত্ত নেয়া হয়েছে সেসব উৎসের উল্লেখ ও স্বীকৃতি এই নিবন্ধের শেষভাগে তথ্যসূত্র শিরোনামে সন্নিবেশিত হয়েছে। বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত যেগুলো প্রাসঙ্গিক বিবেচিত হয়েছে সেগুলো অধ্যয়ন, বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করে সমসাময়িক চীন-জাপান সম্পর্ক নিয়ে এই নিবন্ধটি রচনা করা হয়েছে।

বিভিন্ন উৎস থেকে সংশ্লিষ্ট মাধ্যমিক তথ্য-উপাত্ত ব্যবহার করে এই নিবন্ধে বিশদ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা হয়েছে। গুণাত্মক গবেষণা পদ্ধতিতে এই নিবন্ধের পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, চীন ও জাপানের মধ্যে ঐতিহাসিক দ্বন্দ্ব থাকলেও দুটি দেশের মধ্যে সহযোগিতা-ভিত্তিক অংশিদারিত্ব একবিংশ শতাব্দীতে এক ইতিবাচক নতুনদিগন্তের উন্মোচন করেছে। সামগ্রিক প্রেক্ষাপট বলা যায় যে চীন-জাপান সম্পর্ক অধ্যয়নের জন্য গুণাত্মক পদ্ধতির প্রয়োগ ফলপ্রসূ হয়েছে।

ঐতিহাসিক চীন-জাপান সম্পর্ক

ঐতিহাসিকভাবে চীন ও জাপান পরস্পরের চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিবেশীস্বরূপ। এই দুটি দেশ নিকট অতীতে অন্তত দুটি ভয়াবহ যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল। প্রথবার, চীন ও জাপানের মধ্যে একটি ভয়াবহ যুদ্ধ হয়েছিল ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দ হতে ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত (Teo, ২০০৬)।

দ্বিতীয়বার, চীন ও জাপান ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৪৫ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। সে সময় চীনের ভেতরে জাপান একটি পুতুল সরকার (Puppet Regime) প্রতিষ্ঠা করেছিল। জাপানের সৈন্যরা তখন চীনে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ, লুটতরাজ, গণধর্ষণ ও গণহত্যা চালায়। শেষ অবধি, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানের পরাজয় ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিকট জাপানের আত্মসমর্পন করার ফলে চীনে জাপানের ঔপনিবেশিক দখলদারিত্বের অবসান ঘটে। তবে এখনো চীনের জনগণ প্রায়শ জাপানি সৈন্যদের কৃতকর্মের জন্য জাপানকে ক্ষমা প্রার্থনা করতে আহবান জানায়। কিন্তু বেশিরভাগ জাপানি নাগরিক চীনে দখলদারি চালানো জাপানি সৈন্যদেরকে বীরযোদ্ধা (War Hero) বলে বিশ্বাস করেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীকালে দুই দশকব্যাপী চীন ও জাপানের মধ্যে আনুষ্ঠানিক সম্পর্ক ছিল না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উদ্যোগে ১৯৭০ এর দশকের শুরুতে চীন ও জাপান সম্পর্ক স্বাভাবিক করার লক্ষ্যে যোগাযোগ ও আলোচনা শুরু করে। কার্যত ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে থেকে চীন-জাপান সম্পর্ক শান্তি, অংশিদারীত্ব ও স্থিতিশীলতার পথে নবযাত্রা শুরু করে (kato, ২০১৫)। এর ধারাবাহিকতায়, চীনের নেতা দেং শিয়াওপিং (Deng Xiao Ping) ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে জাপান সফর করেন এবং তখন ঐতিহাসিক চীন-জাপান শান্তি ও বন্ধুত্ব চুক্তি সম্পাদিত হয় (Kokuban, ২০১৩)।

কিন্তু ১৯৮০এর দশকে চীন-জাপান সম্পর্কে আবার উত্তেজনা সৃষ্টি হয় জাপানের ইতিহাসের পাঠ্যবইকে কেন্দ্র করে। চীনের অভিযোগ ছিল জাপানের ইতিহাস বিষয়ে পাঠ্যবই গুলোতে চীনে জাপানি দখলদারিত্বের তথ্য অস্বীকার করা হয়েছে (Kato Yoshikazu, ২০১৯, পৃ. ১৭)। এছাড়া, জাপানের নেতৃবৃন্দ ইয়াসুকুনি মন্দিরে (Yasukuni Shrine) গিয়ে বিভিন্ন যুদ্ধে নিহত ও অংশগ্রহণকারী জাপানি যোদ্ধাদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করলে চীন-জাপান সম্পর্ক উত্তপ্ত হয়ে উঠে। চীনের ভাষ্য অনুযায়ী জাপানী সৈন্যদের মধ্যে অনেকে যুদ্ধাপরাধীও ছিল। অর্থাৎ, চীনের অভিযোগ জাপানের নেতৃবৃন্দ ইয়াসুকুনি মন্দিরে তথাকথিত যুদ্ধাপরাধীদের প্রতি ও শ্রদ্ধা নিবেদন করেন (Yoshikazu, ২০১৯)।

যাই হোক, একবিংশ শতাব্দীতে ২০১৮ খ্রিস্টাব্দে চীন-জাপান শান্তি ও বন্ধুত্ব চুক্তির চল্লিশ বছর পূর্তি হয়। এ উপলক্ষ্যে চীনের প্রধানমন্ত্রী লি খেছিয়াং (Li Keqiang) ২০১৮ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে জাপানে সফর করেন। অন্যদিকে, জাপানের প্রধানমন্ত্রী শিনজো আবে (Shinzo Abe) ২০১৮ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসে চীনে রাষ্ট্রীয় সফরে যান (Yoshikazu, ২০১৯)। এটা অনস্বীকার্য যে, চীন ও জাপানের মত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিবেশী দেশগুলো ভৌগলিক নৈকট্যজনিত নিরাপত্তাহীনতার ঝুঁকি অনুভব করে (Bush, ২০১০)। ফলে তারা পরস্পরকে সন্দেহ করতে থাকে এবং পরস্পরের প্রতি বৈরী মনোভাব পোষণ করে। চীন-জাপান সম্পর্কের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সত্তর বছর পরেও পারস্পরিক আস্থাহীনতার প্রতিফলন স্পষ্ট। এক গবেষণায় জানা গেছে, ২০১৬ খ্রিস্টাব্দেও চীন ও জাপানের নাগরিকদের মধ্যে প্রতিবেশী দেশের ব্যাপারে ইতিবাচক মনোভাবের ঘাটতি রয়েছে। জাপানে শতকরা ১১ ভাগ মানুষ চীনের প্রতি ইতিবাচক ধারণা পোষণ করে; যেখানে চীনে মাত্র শতকরা ১৪ ভাগ মানুষ জাপানের প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে (Stokes, ২০১৬)। তবে আশা করা যায় যে, ২০২৮ খ্রিস্টাব্দে চীন-জাপান শান্তি ও বন্ধুত্ব চুক্তির (১৯৭৮-২০২৮) অর্ধশতবর্ষ পূর্তিতে এই দুটি দেশের জনগণের পরস্পরের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি আরো বেশি ইতিবাচক হবে।

প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখ্য যে, গত বিংশ শতাব্দীর শেষদিকে বিশ্বব্যাপী সোভিয়েত মার্কিন ঠান্ডা লড়াইয়ের (Cold War) অবসানের পর থেকে বুঝা যাচ্ছিল যে, চীন ও জাপান পরস্পরের সাথে সম্পর্কের উন্নয়ন করতে আশাবাদী (kojma, ১৯৯৯)। তখন এই দুটি দেশ অনুধাবন করেছিল যে ঠাণ্ডা লড়াইয়ের

অবসানের ফলে পূর্ব এশিয়া এবং বৃহত্তর এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকায় পরিবর্তিত নতুন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। যেখানে একবিংশ শতাব্দীর নতুন বাস্তবতায় চীন ও জাপানের শান্তি ও সমৃদ্ধি বজায় রাখতে দুটি দেশের মধ্যে সহযোগিতা ও অর্থনৈতিক অংশিদারিত্বের বিকল্প নেই (Teo, ২০০৬)। বিশেষ করে, ২০১৫ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সত্তর বছর পূর্তিকালে চীন-জাপান সম্পর্কে পরস্পরের প্রতি উদারনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন আরো স্পষ্ট হয় (MacFarquhar, ২০১৫)।

অনেক বিশেষজ্ঞ বিশ্বাস করেন যে, অর্থনৈতিক অংশিদারিত্ব চীন-জাপান সম্পর্কে সংঘাতের সম্ভাবনা হ্রাস করতে পারে (Katz, ২০১৩)। অনেক পর্যবেক্ষক ও বিশ্লেষক মনে করেন, যত দিন যাচ্ছে, চীন ও জাপান ক্রমশ তাদের তিক্ত অতীত ইতিহাসকে ছাপিয়ে, পারস্পরিক অর্থনৈতিক অংশিদারিত্ব বৃদ্ধি করেছে (Takeuchi, ২০১৩)। ফলে, চীন ও জাপানের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কে এক নবতর যাত্রার সূচনা হয়েছে একবিংশ শতাব্দীতে। জাপান চেষ্টা করছে চীনকে বিদ্যমান আন্তর্জাতিক ব্যবস্থায় আরো বেশি দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনে উৎসাহিত করতে। অন্যদিকে, চীন অতীতের যেকোন সময়ের চেয়ে বেশি উদার দৃষ্টিভঙ্গি প্রদর্শন করে চীন-জাপান সম্পর্কের উন্নতি অব্যাহত রাখতে চেষ্টা করছে (MacFarquhar, ২০১৫)। ফলশ্রুতিতে, চীন ও জাপান রাজনৈতিক বিদ্বেষের পরিবর্তে পারস্পরিক অর্থনৈতিক অংশিদারীত্বের সুফল নিয়ে মনোযোগী হয়ে উঠেছে। বর্তমানে চীন-জাপান অর্থনৈতিক অংশিদারীত্ব পৃথিবীর বৃহত্তম বাণিজ্য সম্পর্ক গুলোর অন্যতম।

চীন-জাপান অর্থনৈতিক অংশিদারিত্ব

১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে চীন ও জাপানের মধ্যে সহযোগিতা কাঠামো তৈরী হয়। ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে চীন-জাপান বন্ধুত্ব ও সহযোগিতা চুক্তি গৃহীত হয়। ২০০৬ খ্রিস্টাব্দে পুনরায় চীন ও জাপানের মধ্যে সহযোগিতা কাঠামো নবায়ন করা হয়। সার্বিক প্রেক্ষাপটে বলা যায়, চীন ও জাপান প্রকৃতপক্ষে সম্পর্কন্নোয়ন করতে চায়। ফলে দেশ দুটির নেতৃবৃন্দ যৌক্তিক সিদ্ধান্ত হিসেবে উদারতাবাদ অনুসরণ করে পারস্পরিক অর্থনৈতিক অংশিদারিত্ব সম্প্রসারণের সিদ্ধান্ত নেয়। চীন ও জাপানের মধ্যে অর্থনৈতিক অংশিদারিত্ব ও বাণিজ্য সম্প্রসারণের নীতি দেশ দুটির বৈদেশিক সম্পর্ক ও প্রতিবেশীর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির ইতিবাচক পরিবর্তনের আভাস দেয় (Yahuda, ২০০৬)।

চীন-জাপান বাণিজ্য সম্পর্ক এবং অর্থনৈতিক অংশিদারীত্ব ক্রমশ দেশ দুটির মধ্যে বাণিজ্যের বোঝা-পড়া এবং অর্থনৈতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করেছে। ফলে, তাদের মধ্যে অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে যা প্রকৃতপক্ষে দেশদুটির মধ্যে ইতিবাচক সম্পর্ককে জোরদার করেছে। নিম্নে চীন-জাপান অর্থনৈতিক লেনদেনের কিছু উপাত্ত সন্নিবেশিত হল।

সারণি-১ : চীন থেকে জাপানে আমাদানি ও রফতানি (মার্কিন ডলারে)

জাপান	২০১৫	২০১৪	২০১৩	২০১২	২০১১
চীন থেকে আমাদানি	১৬১ বিলিয়ন ডলার (২৭%)	১৬৭ বিলিয়ন ডলার (২২%)	১৬৪ বিলিয়ন ডলার (২১%)	১৭৫ বিলিয়ন ডলার (২২%)	১৭০ বিলিয়ন ডলার (২২%)
চীনে রফতানি	১১৬ বিলিয়ন ডলার (১৭%)	১৩১ বিলিয়ন ডলার (১৮%)	১৩৪ বিলিয়ন ডলার (১৮%)	১৪৮ বিলিয়ন ডলার (১৮%)	১৬৪ বিলিয়ন ডলার (১৯%)

তথ্যসূত্র : Islands 2017 : 5

সারণি-২ : জাপান থেকে চীনে আমদানি ও রফতানি (মার্কিন ডলারে)

চীন	২০১৫	২০১৪	২০১৩	২০১২	২০১১
জাপান থেকে আমদানি	১১৬ বিলিয়ন ডলার (৯.১%)	১৩১ বিলিয়ন ডলার (৮.৬%)	১৩৪ বিলিয়ন ডলার (৮.৬%)	১৪৮ বিলিয়ন ডলার (১০%)	১৬৪ বিলিয়ন ডলার (১২%)
জাপানে রফতানি	১৫৩ বিলিয়ন ডলার (৬.৪%)	১৬৭ বিলিয়ন ডলার (৭%)	১৬৪ বিলিয়ন ডলার (৭.৩%)	১৭৫ বিলিয়ন ডলার (৮.৩%)	১৭০ বিলিয়ন ডলার (৮.৪%)

তথ্যসূত্র : Islands 2017 : 5

সন্নিবেশিত তথ্য-উপাত্ত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, চীন ও জাপানের মধ্যে পারস্পিক অর্থনৈতিক সহযোগিতার পরিধি উত্তরোত্তর প্রসারিত হয়েছে। ২০১১ খ্রিস্টাব্দ হতে ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত চীন থেকে জাপানে আমদানি ও রফতানি চীন ও জাপানের মধ্যে ক্রমবর্ধমান বাণিজ্য সহযোগিতাকে স্পষ্টভাবে তুলে ধরে। আবার একই সময়কালে, জাপান থেকে চীনে আমদানি ও রফতানির চিত্র থেকে বুঝা যায়, চীন ও জাপান উভয় দেশ পারস্পরিক অর্থনৈতিক সহযোগিতা অব্যাহত রাখতে আগ্রহী।

দৃশ্যত, চীন ও জাপান বর্তমানে পরস্পরের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক অংশীদার যা উভয় দেশের স্ব স্ব অগ্রযাত্রা ও সমৃদ্ধির জন্য সহায়ক। চীন ও জাপান পরস্পরের সাথে অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও বাণিজ্য অংশিদারিত্ব অব্যাহত রাখতে চায় (Kato, ২০১৯)। চীন এখন উপলব্ধি করছে যে, জাপানের প্রতি চীনের পররাষ্ট্রনীতিতে ইতিবাচক উদারবাদী দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা যথার্থ। অন্যদিকে, জাপান এখন উপলব্ধি করছে যে, চীন এমন অসাধারণ অর্থনৈতিক উন্নতি ও বৈশ্বিক মর্যাদা অর্জন করেছে যা অনস্বীকার্য। ফলে, চীন ও জাপান উভয় দেশ পরিবর্তিত বাস্তবতা অনুধাবন করে পরস্পরের প্রতি ইতিবাচক হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে, চীন ও জাপানের পারস্পরিক অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতা ও গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য অংশিদারিত্ব দেশ দুটির দৃষ্টিভঙ্গিতে গঠনমূলক পরিবর্তন সম্ভব করেছে (Yinan, ২০১৭)।

একবিংশ শতাব্দীতে চীন-জাপান অর্থনৈতিক অংশিদারিত্ব থেকে চীন ও জাপান উভয় দেশ লাভবান হয়েছে (Win-Win Situation)। সংগত কারণে সমসাময়িক প্রেক্ষাপটে বলা যায় যে, চীন ও জাপান প্রকৃতপক্ষে সমৃদ্ধি ও নিরাপত্তার জন্য পারস্পরিক অর্থনৈতিক অংশিদারিত্ব ও সহযোগিতামূলক সম্পর্কের উন্নয়ন অব্যাহত রাখতে চায় (Takeuchi, ২০১৪)। ফলে, চীন ও জাপান পরস্পরের প্রতি উদার দৃষ্টিভঙ্গিভিত্তিক সহযোগিতা প্রদান করছে। এতে দুটি দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক অংশিদারিত্ব ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। যার সুদূরপ্রসারী প্রভাব হিসেবে চীন ও জাপানের মধ্যে পারস্পরিক সহনশীলতা জোরালো হচ্ছে।

উদারতাবাদ ও সমসাময়িক চীন-জাপান সম্পর্ক

চীন-জাপান দ্বিপাক্ষিক সর্ম্পকে পুরনো তিক্ততা ও আস্থাহীনতা নিয়ে চীন ও জাপানের নিজ নিজ ব্যাখ্যা রয়েছে। তবে, দুটি দেশ একমত যে, তাদের মধ্যেকার বাণিজ্য সম্পর্ক ও অর্থনৈতিক অংশিদারীত্ব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। চীন ও জাপান যথাক্রমে পৃথিবীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি। সঙ্গতকারণে, জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে চীন-জাপান সম্পর্ক খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। চীন ও জাপান উভয় দেশ উপলব্ধি করেছে যে, অতীতের যুদ্ধ-সংঘাতের স্মৃতি অভ্যন্তরীণ জাতীয়তাবাদের

প্রেক্ষিতে তাৎপর্যবহ, কিন্তু অতীত তিক্ততাকে পাশ কাটিয়ে ভবিষ্যৎ সমৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক অগ্রগতির জন্য সামনে এগিয়ে চলা আরো অধিক গুরুত্ববহ (Yinan, ২০০৭)।

চীন ও জাপানের মধ্যে পূর্ব চীন সাগরে অবস্থিত সেনকাকু/দিয়াওয়ু (Senkakau/Diaoyu) দ্বীপ নিয়ে ভূখন্ড সংক্রান্ত বিরোধ এবং সীমানা নিয়ে মতবিরোধ এখানো আছে (Kato, ২০১৯, পৃ.১৬)। কিন্তু চীন ও জাপান উভয় দেশ উপলব্ধি করেছে যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও অংশিদারিত্বের মধ্যে তাদের ভবিষ্যত নিহিত রয়েছে (Chung, ২০১২)। চীনের প্রেসিডেন্ট সি চিনপিং (Xi Jinping) এবং জাপানের প্রধানমন্ত্রী শিনজো আবে ২০১৭ খ্রিস্টাব্দের ১১ নভেম্বর ভিয়েতনামে এক শীর্ষ সম্মেলনে ভবিষ্যৎ সমৃদ্ধি, শান্তি ও উন্নয়নের উপর প্রধান্য দেওয়ার কথা পুনর্ব্যক্ত করেছেন (Eto, ২০১৮)।

চীন ও জাপানের মধ্যে দীর্ঘমেয়াদী স্থিতিশীলতার জন্য দুটি দেশই নানা পদক্ষেপ নিয়েছে। এর ফলে চীন ও জাপানের মধ্যে পারস্পরিক আস্থার উন্নতি হয়েছে এবং দুটি দেশের মধ্যে সহনীয় পরিবেশ বিরাজ করছে। একবিংশ শতাব্দীতে চীন-জাপান দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে এক নতুন কাঠামো বিন্যাস সৃষ্টির সুযোগ তৈরি হয়েছে যেখানে পারস্পরিক অর্থনৈতিক সহযোগিতা রাজনৈতিক বিদ্বেষকে প্রশমন ও নিরসন করতে পারে। এটি সম্ভব হতে পারে চীন ও জাপানের পরস্পরের প্রতি উদারনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে। অর্থাৎ উদারতাবাদ তত্ত্বের অনুসরণ করে চীন ও জাপানের মধ্যে ঐতিহাসিক রাজনৈতিক তিক্ততা ছাপিয়ে ভবিষ্যৎ সমৃদ্ধি ও অগ্রগতির জন্য অর্থনৈতিক অংশিদারিত্ব ও অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতাকে কার্যকরভাবে প্রয়োগ করা সম্ভব।

চীন ও জাপান উপলব্ধি করেছে যে, একবিংশ শতাব্দীতে পারস্পরিক অর্থনৈতিক অংশিদারিত্ব চীন-জাপান সম্পর্কের অন্যতম নিয়ামক। ফলে, একবিংশ শতাব্দীতে চীন-জাপান সম্পর্কে নতুন দিগন্তের সূচনা হয়েছে। যেখানে চীন ও জাপান পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ লালন করার চেয়ে অর্থনৈতিক অংশিদারিত্বকে প্রাধান্য দিচ্ছে। অর্থাৎ অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও স্থিতিশীল সমৃদ্ধি চীন ও জাপানের পরস্পরের প্রতি যৌক্তিক আচরণকে গভীরভাবে প্রভাবিত করতে সক্ষম হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এটি চীন-জাপান সম্পর্কে উদারতাবাদ তত্ত্বের প্রতিফলন নিশ্চিত করেছে।

এই গবেষণামূলক অধ্যয়ন থেকে প্রতীয়মান হয় যে, চীন ও জাপান আন্তর্জাতিক সম্পর্কের উদারতাবাদ তত্ত্ব অনুসরণ করে বিগত কয়েক দশকে অর্থনৈতিক অংশিদারিত্ব ও স্থিতিশীল সহযোগিতার মাধ্যমে তাদের মধ্যেকার ঐতিহাসিক রাজনৈতিক বিদ্বেষকে প্রশমিত করতে সফল হয়েছে। চীন ও জাপান এখন যথেষ্ট আশাবাদী যে, পারস্পরিক অর্থনৈতিক অংশিদারিত্ব ক্রমান্বয়ে চীন-জাপান রাজনৈতিক বিদ্বেষকে ভবিষ্যতে নির্বাপিত করতে কার্যকর ভূমিকা পালন করবে। বলা যায়, উদারতাবাদ তত্ত্ব চীন ও জাপানকে কাঙ্ক্ষিত শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক উন্নয়নে ও পারস্পরিক আস্থা বিনির্মাণে সহায়ক হবে।

পারস্পরিক অর্থনৈতিক অংশিদারিত্বের মাধ্যমে উদারতাবাদ তত্ত্ব অনুসরণ করে চীন ও জাপান উভয় দেশ লাভবান হয়েছে (Win-Win Situation)। এতে স্পষ্ট হয়েছে যে, চীন-জাপান সম্পর্কে উদারতাবাদ তত্ত্বের অনুসরণ করে পারস্পরিক সহযোগিতা ফলপ্রসূ হয়েছে। কাজেই, বলা যায় যে, একবিংশ শতাব্দীতে চীন-জাপান সম্পর্কের প্রকৃতি অধ্যয়ন ও বিশ্লেষণ করার জন্য উদারতাবাদ তত্ত্ব যথার্থ।

উপসংহার

একবিংশ শতাব্দীতে এসে সমসাময়িক প্রেক্ষিতে, চীন ও জাপান পরস্পরের প্রতি সহযোগিতাপরায়ণ ও উদারনৈতিক ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি প্রদর্শন করছে। যদিও দেশ দুটির মধ্যে ঐতিহাসিকভাবে রাজনৈতিক বিদ্বেষ বিরাজমান ছিল। ফলে, একবিংশ শতাব্দীর প্রথম ও দ্বিতীয় দশক জুড়ে চীন ও জাপান পারস্পরিক অর্থনৈতিক অংশিদারিত্ব এবং বাণিজ্য সহযোগিতা অব্যাহতভাবে বৃদ্ধি করেছে। সংগত কারণে এই শতাব্দীর তৃতীয় দশকের প্রারম্ভে এসে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হচ্ছে যে চীন ও জাপান পারস্পরিক অর্থনৈতিক সহযোগিতার মাধ্যমে তাদের মধ্যেকার ঐতিহাসিক রাজনৈতিক টানাপোড়নকে সহনীয় পর্যায়ে রাখতে সক্ষমত হয়েছে। কাজেই, বলা যায়, চীন ও জাপান পরস্পরের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে যে উদারতাবাদ তত্ত্বের প্রয়োগ করেছে তা সফল হয়েছে।

সাধারণত দুটি নিকট প্রতিবেশী রাষ্ট্রের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক, সন্নিহিত আঞ্চলিক রাজনীতি এবং বিশ্বশান্তি ও আন্তর্জাতিক স্থিতিশীলতা একে অন্যের পরিপূরক। তাই আন্তর্জাতিক সম্পর্কে, নির্দিষ্ট ভাবে বৃহত্তর এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় রাজনীতিতে, চীন ও জাপানের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং, একবিংশ শতাব্দীতে চীন ও জাপানের এমন সর্বসাম্প্রতিক সহযোগিতা-ভিত্তিক পররাষ্ট্রনীতি থেকে অন্যান্য জাতি রাষ্ট্রের জন্য বহুবিধ শিক্ষণীয় রয়েছে। বিশেষ করে, দুটি প্রতিবেশী দেশের মধ্যে শান্তি, সৌহার্দ্য, নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখার ক্ষেত্রে সমসাময়িক চীন-জাপান সম্পর্ক একটি অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত। কারণ চীন ও জাপান প্রমাণ করেছে যে, তিক্ত অতীতের অভিঘাত থেকে বেরিয়ে এসে দুটি বৃহৎ প্রতিবেশী দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক অংশিদারিত্ব ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। বলা যায়, পূর্ব এশিয়ায় চীন ও জাপানের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে ভবিষ্যতে ঐ অঞ্চলে দক্ষিণ কোরিয়া-উত্তর কোরিয়া সম্পর্কে শান্তিপূর্ণ অংশিদারিত্ব এবং স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠা করার যৌক্তিক সুযোগ রয়েছে। পাশাপাশি, চীন-জাপান সম্পর্কের সফল প্রক্রিয়া অধ্যয়ন করে এই আশাবাদ ও ব্যক্ত করা যায় যে, দক্ষিণ এশিয়ার বিরাজমান দুই পারমাণবিক-অস্ত্র-শক্তি সম্পন্ন দেশ ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে টেকসই স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠা অসম্ভব নয়।

উপসংহারে বলা যেতে পারে যে, প্রকৃতপক্ষেই সর্বসাম্প্রতিক চীন-জাপান সম্পর্কোন্নয়ন আন্তর্জাতিক সম্পর্কে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একবিংশ শতাব্দীতে চীন-জাপান সম্পর্কে এমন এক গঠনমূলক ও ইতিবাচক নবদিগন্তের সূচনা হয়েছে যা পূর্ব এশিয়া ও পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলের জাতি-রাষ্ট্র গুলোর জন্য একটি মডেল হতে পারে। সমসাময়িক চীন-জাপান সম্পর্ক থেকে সুস্পষ্টভাবে এটা শিক্ষণীয় যে, উদারতাবাদ তত্ত্ব অনুসরণ করে প্রতিবেশী দেশগুলোর মধ্যে পারস্পরিক আস্থা ও অংশিদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। এজন্য প্রয়োজন দেশগুলোর আন্তরিক সদিচ্ছা ও নেতৃত্বের দূরদর্শীতা।

গ্রন্থপঞ্জি

Armstrong, S. (2015). Sino-Japanese Economic Embrace is Warm Enough to Thaw the Politics. *East Asia Forum*. 27.

Armstrong, S.P. (2015). East and South Asia: Managing Difficult Bilateral Relations and Regional Integration Globally. *Asian Economic Journal*. Vol. 29, No. 4, 303-324.

Burchill, Scott. (2005). *Theories of International Relations* (Revised Edition 2005). New York: Palgrave.

Bush, R.C. (2010). *The Perils of Proximity: China-Japan Security Relations*. Washington, DC: Brookings Institution Press.

Cheow, Eric Teo Chu. (2006). Sino-Japanese Relations: Conflict Management and Resolution. *Silk Road Paper*. December 2006, 1-89.

Christensen, T. J. (2003). China, the U.S.–-Japan Alliance, and the Security Dilemma in East Asia, In G.J. Ikenberry and M. Mustanduno (eds.), *International Relations Theory and the Asia-Pacific*, 25-56. New York: Columbia University Press.

Dillon, Michael. (2009). *Contemporary China—An Introduction*. London: Routledge.

Eto, Naoko. (March 2018). An Emerging Structure of Japan-China Relations: Constant Maritime Tension and Mutual Cooperation. *Conference Paper* (Center for Strategic and International Studies, Washington DC), 1-16.

Gilpin, R. (1988). The Theory of Hegemonic War.*Journal of Interdisciplinary History*.Vol. 18. 591-613.

Gries, P.H. (2004). *China's New Nationalism: Pride, Politics, and Diplomacy*. Berkeley: University of California Press.

Gries, P.H. (2005). China's "New Thinking" on Japan. *The China Quarterly*.No. 184. 831-850.

Gustavson, K. (2014). Memory Politics and Ontological Security in Sino-Japanese Relations.*Asian Studies Review*, Vol. 38, No. 1, 71-86.

Hardy-Chartrand, Benoit. (2016). Misperceptions, Threat Inflation and Mistrust in China-Japan Relations.*CIGI papers*.No. 107, 1-16.

He, Yinan. (2009). *The Search for Reconciliation: Sino-Japanese and German-Polish Relations Since World War II*. New York: Cambridge University Press.

He, Yinan. (2017). Chinese National Identity and Sino-Japanese Relations: The Xi Jinping Era. *ISA Conference Paper* (February 2017), 1-28.

Islands, Haskoli.(2017). Understanding Sino-Japanese Trade Relations.*Research Paper*, May 2017, 1-23.

Kato, Yoshikazu. (June 2019). US-Japan-China Trilateral Relations: How Their Dynamics Will Shape Asia Pacific. *Asia Global Papers*, June 2019, 1-46.

Kemenade, Willem Van. (November 2006). China and Japan: Partners or Permanent Rivals? *Clingendael Diplomacy Papers*.No. 9. 1-99.

Khoo, Nicholas. (2014). China's Policy Toward Japan. *Georgetown Journal of Asian Affairs*. Fall/Winter 2014, 49-76.

Kindleberger, C.P. (1981). Dominance and Leadership in the International Economy: Exploitation, Public Goods, and free Rides. *International Studies Quarterly*, Vol. 25, No. 2, 242-254.

Kokuban, R. (2013). Sino-Japanese Relations: From the "1972 Framework" to the "2006 Framework", In N. Swanstrom and R. Kokuban (eds.), *Sino-Japanese Relations: Rivals or Partners in Regional Cooperation?* 169-192. Singapore: World Scientific.

Kuhn, R.L. (2005). *The Man Who Changed China: The Life and Legacy of Jiang Zemin*. New York: Crown.

Kydd, A. (2000). Trust, Reassurance, and Cooperation.*International Organization*. Vol. 54, No. 2, 325-357.

Leoveanu, Andy Constantin. (2013). Rationalist Model in Public Decision Making.*Journal of Public Administration, Finance and Law*. Issue 4, 43-54.

Lind, J. (2009). The Perils of Apology: What Japan Should Not Learn From Germany.*Foreign Affairs*. Vol. 88, No. 3, 132-146.

MacFarquhar, Roderick. (July 2015). What Approach Should Japan Take to China? *National Institute of Research Advancement (NIRA) Vision*, No. 11. 1-5.

Midford, P. (2011). *Rethinking Japanese Public Opinion and Security: From Pacifism to Realism?* Stanford. CA: Stanford University Press.

Mingst, Karen A. and Arreguin-Toft, Ivan M. (1999).*Essentials of International Relations*. New York: WW. Norton and Company.

Moravcsik, Andrew. (1997). Taking Preferences Seriously: A Liberal Theory of International Politics. *International Organizations*. Vol. 51, No. 4, 513-553.

Moore, G. J. (2010). History, Nationalism and Face in Sino-Japanese Relations.*Journal of Chinese Political Science*.Vol. 15, 283-306.

Olivia, Arnaldo. (2007). Decision Making Theories and Models.*Journal of Business Ethics and Organization Studies*. Vol. 12, No. 2, 12-17.

Reus-Smit, Christian and Snidal, Duncan. (2008). *The Oxford Handbook of International Relations*. New York: Oxford University Press.

Stokes, Bruce. (2016). Hostile Neighbours: China Vs. Japan. *Pew Research Center*, September 2016, 1-18.

Takeuchi, Hiroki. (2013). Sino-Japanese Relations: A Japanese Perspective, in N. Swanstrom and R. kokubun (eds.), *Sino-Japanese Relations: Rivals or Partners in Regional Cooperation?* 37-56. Singapore: World Scientific.

Takeuchi, Hiroki. (2014). Sino-Japanese Relations: Power, Interdependence, and Domestic Politics. *International Relations of the Asia-Pacific*. Vol. 14, 7-32.

Wan, M. (2006). *Sino-Japanese Relations: Interaction, Logic, and Transformation*. Washington, DC: Woodrow Wilson Center Press.

Yahuda, M. (2006). "The Limits of Economic Interdependence: Sino-Japanese Relations", In A.I. Johnston and R.S. Ross (eds.), *New Directions in the Study of China's Foreign Policy*, 162-185. Stanford, CA: Stanford University Press.

Yuan, Jingdong. (September 2018). Power Transition and Beijing's Japan Policy Under Xi Jinping. *JIIA Policy Brief*, September 2018, 1-10.

Zaller, J.R. (1992). *The Nature and Origins of Mass Opinion*. New York: Cambridge University Press.